এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা
Bengali Weekly
KHABARER GHANTA
PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

এই পত্রিকায় লেখালেখি ও
বিজ্ঞাপনের জন্য হোয়াটসঅ্যাপ করুন
৯৬৪১৮৫৯৫৬৭ / 9641859567
email :
khabarerghanta@gmail.com

দশম বর্ষ, সংখ্যা ঃ ৭, সাপ্তাহিক ১৭ মে ২৬, রবিবার KHABARER GHANTA, Bengali weekly, 17 May. 26, Sunday, Siliguri, Vol. 10, Issue 7, Rs. 2

আর্থিক অনটনেও স্বপ্নপূরণের লড়াই, মাধ্যমিকে ৬৬৯ পেয়ে নজর কাড়ল কৌশিক সাহা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির ঘোঘোমালি নিরঞ্জন নগরের এক ছোট্ট ভাড়া বাড়ি থেকেই বড় স্বপ্ন দেখছে কৌশিক সাহা। এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষায় ৬৬৯ নম্বর পেয়ে সকলকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে সে। শিলিগুড়ি বরদাকান্ত বিদ্যাপীঠের ছাত্র কৌশিকের এই সাফল্যে খুশির আবহ এলাকায়। তবে এই সাফল্যের মাঝেও আর্থিক অনটন আজ তার উচ্চশিক্ষার পথে বড় বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

কৌশিকের বাবা উত্তম সাহার একটি ছোট চালের দোকান রয়েছে। বর্তমানে তিনি অসুস্থ থাকায় সংসারের চাপ আরও বেড়েছে। মা কাকলি সাহা গৃহবধূ। একদিকে বাবার চিকিৎসার খরচ, অন্যদিকে একাদশ শ্রেণিতে ভর্তি, বই কেনা ও পড়াশোনার অন্যান্য খরচ;সব মিলিয়ে দুশ্চিন্তায় পরিবার।

মাধ্যমিকে কৌশিকের প্রাপ্ত নম্বর সত্যিই প্রশংসনীয়। বাংলা ৯৮, ইংরেজি ৯২, অঙ্ক ৯৪, ভৌত বিজ্ঞান ৯৬, জীবন বিজ্ঞান ৯৭, ইতিহাস ৯২ এবং ভূগোলে পেয়েছে পূর্ণ ১০০ নম্বর। ছোটবেলা থেকেই অত্যন্ত মেধাবী ও পরিশ্রমী কৌশিক পড়াশোনার পাশাপাশি বই পড়তে খুব ভালোবাসে। পাঠ্যবইয়ের বাইরে মহাপুরুষদের জীবনী, বিভিন্ন খেলোয়াড়দের জীবনসংগ্রামের কাহিনীও মন দিয়ে পড়ে সে। এছাড়াও অবসর সময়ে ছবি আঁকতেও ভালোবাসে কৌশিক।

ভবিষ্যতে কম্পিউটার সায়েন্স নিয়ে পড়াশোনা করে বড় কিছু করার স্বপ্ন দেখে সে। জয়েন্ট পরীক্ষায় বসারও ইচ্ছা রয়েছে তার। কিন্তু সেই স্বপ্নপূরণের পথে আজ প্রয়োজন আর্থিক সহায়তা ও সমাজের মানুষের পাশে দাঁড়ানো।

কৌশিকের মা কাকলি সাহা এবং জ্যেঠিমা লিপিকা নন্দী জানান, তও খুবই পরিশ্রমী ছেলে। সবসময় বই নিয়েই থাকে। আমরা চাই ওর পড়াশোনা যেন কোনোভাবেই বন্ধ না হয়।

কৌশিকের উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন পূরণে সমাজের সহৃদয় মানুষদের সহযোগিতার আবেদন জানিয়েছে পরিবার।

সহযোগিতার জন্য গুগুল পে নম্বর ৯৮৩২৪৭৩১১৬

শিশুদের মধ্যে বাড়ছে মায়োপিয়া, বাইরে খেলাধূলার পরামর্শ চক্ষু বিশেষজ্ঞের

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃবর্তমান সময়ে শিশু-কিশোরদের অধিকাংশ সময় কাটছে মোবাইল, বই কিংবা আঁকাআঁকির মতো কাছের জিনিসের দিকে তাকিয়ে। এর ফলে দূরের বস্তু দেখার অভ্যাস ক্রমশ কমে যাচ্ছে, যা ভবিষ্যতে চোখের জন্য বড় সমস্যার কারণ হয়ে উঠতে পারে বলে সতর্ক করলেন শিলিগুড়ির দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট এর বিশিষ্ট চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তার স্নেহা বাত্রা।

তিনি জানান, দীর্ঘ সময় ধরে শুধুমাত্র কাছের জিনিস দেখার কারণে মস্তিষ্ক ধীরে ধীরে দূরের দৃষ্টি ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কম মনে করতে শুরু করে। শিশুদের মধ্যে মায়োপিয়া বা চোখের মাইনাস পাওয়ার দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। তাই শুধু ঘরের মধ্যে আবদ্ধ না থেকে শিশুদের নিয়মিত বাইরে গিয়ে খেলাধূলা করা এবং প্রকৃতির সংস্পর্শে থাকা অত্যন্ত জরুরি বলে মত প্রকাশ করেছেন তিনি। বর্তমানে শিশু-কিশোরদের চোখের রোগ মায়োপিয়া নিয়ে বিশেষ গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন ডা. স্নেহা বাত্রা। তাঁর এই গবেষণা ইতিমধ্যেই আন্তর্জাতিক স্তরেও আলোচনার বিষয় হয়ে উঠেছে। তিনি জানান, শুধু শিশু নয়, যে কোনও মানুষেরই প্রতিদিন কিছুটা সময় দূরের সবুজ প্রকৃতি কিংবা অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা উচিত। এতে চোখের ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দূরের দৃষ্টিশক্তি ভালো থাকে। সামনেই পালিত হতে চলেছে মায়োপিয়া সপ্তাহ। সেই উপলক্ষে খবরের ঘন্টাকে নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তুলে ধরেন ডা. বাত্রা। তাঁর কথায়, সুস্থ চোখের জন্য সূর্যের আলো, সবুজ পরিবেশ এবং ভিটামিন ডি অত্যন্ত প্রয়োজনীয়।

তিনি আরও জানান, বর্তমানে মায়োপিয়ার সমস্যা দ্রুত বাড়ছে। যদি এই মাইনাস পাওয়ার অত্যধিক বেড়ে যায়, তাহলে ভবিষ্যতে ৩০ থেকে ৩৫ বছর পর চোখে নানা জটিল রোগ দেখা দিতে পারে। এই সমস্যা নিয়ন্ত্রণে আনতে বিশেষ ধরনের আধুনিক লেন্স ও উন্নতমানের চশমা আনা হয়েছে। পাশাপাশি রাতের বেলায় বিশেষ কনট্যাক্ট লেন্স ব্যবহারের মাধ্যমে নতুন চিকিৎসা পদ্ধতিও শুরু হয়েছে।

আগামী ২৪ মে শিলিগুড়ি তথ্য কেন্দ্রের রামকিঙ্কর হলে মায়োপিয়া বিষয়ক একাধিক সচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। তার আগে স্কুল পড়ুয়াদের কাছ থেকে মায়োপিয়া নিয়ে প্রবন্ধ ও পোস্টার আহ্বান করা হচ্ছে। জমা দেওয়ার শেষ দিন ২০ মে এবং নির্বাচিতদের পুরস্কৃতও করা হবে।

ডা. বাত্রা জানান, শিলিগুড়ি শহর, গ্রাম এবং পাহাড় এলাকার শিশুদের নিয়ে করা একটি সমীক্ষায় দেখা গিয়েছে, শহরের শিশুদের চোখের সমস্যার ধরন গ্রাম বা পাহাড়ের শিশুদের তুলনায় অনেকটাই আলাদা।

উচ্চমাধ্যমিকে কৃতিত্বের নজির, রাজ্যে অষ্টম স্থান দখল করল শিলিগুড়ির শ্রেয়সী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের পর আনন্দে মেতে উঠেছে শিলিগুড়ি শহর। শহরের একতিয়াশাল এলাকার মেধাবী ছাত্রী শ্রেয়সী শীল এবারের পরীক্ষায় রাজ্যস্তরে অষ্টম স্থান অর্জন করে শিলিগুড়ির নাম উজ্জ্বল করেছে। কলা বিভাগ থেকে পরীক্ষায় অংশ নিয়ে সে মোট ৪৮৯ নম্বর পেয়ে এই উল্লেখযোগ্য সাফল্য লাভ করেছে। ছোট থেকেই পড়াশোনায় অত্যন্ত মনোযোগী ও পরিশ্রমী শ্রেয়সীর এই সাফল্যে খুশির হাওয়া তার পরিবার থেকে শুরু করে স্কুল ও গোটা এলাকাজুড়ে। ফল প্রকাশের পর থেকেই শুভেচ্ছা ও অভিনন্দনে ভরে উঠেছে তাদের বাড়ি। প্রতিবেশীরাও শ্রেয়সীর এই কৃতিত্বকে নিজেদের গর্ব হিসেবে দেখছেন।

অত্যন্ত সাধারণ পরিবারে বেড়ে ওঠা শ্রেয়সীর বাবা বাড়ির সামনেই একটি ছোট মুদিখানা দোকান চালান। তার মা একজন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা। সীমিত আর্থিক সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মেয়ের পড়াশোনার ক্ষেত্রে কোনও খামতি রাখেননি বাবা-মা। তাঁদের নিরলস পরিশ্রম, উৎসাহ ও সহযোগিতার ফলেই আজকের এই সাফল্য সম্ভব হয়েছে বলে জানিয়েছে শ্রেয়সী। ভবিষ্যতে ভূগোল বিষয় নিয়ে উচ্চশিক্ষা গ্রহণের ইচ্ছা রয়েছে তার। পাশাপাশি সরকারি চাকরির মাধ্যমে সমাজের জন্য কাজ করার স্বপ্নও লালন করছে সে। নিজের এই সাফল্যের সম্পূর্ণ কৃতিত্ব শ্রেয়সী দিয়েছে তার শিক্ষক-শিক্ষিকা, বাবা-মা এবং গৃহশিক্ষকদের। তাঁদের সার্বক্ষণিক সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণাই তাকে এই জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে বলে জানায় মেধাবী এই ছাত্রী।

শ্রেয়সীর এই অসাধারণ ফল শুধু তার পরিবারের জন্য নয়, সমগ্র শিলিগুড়িবাসীর কাছেই এক গর্বের মুহূর্ত হয়ে উঠেছে।

Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh

খবরের ঘন্টা
শুধুই ইতিবাচক ভাবনা

KHABARER GHANTA

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)

উপদেষ্টামণ্ডলী ঃ জ্যোৎস্না আগরওয়ালা (পরিবেশবিদ ও সমাজসেবী), ডাঃ শীর্ষেন্দু পাল গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য (লেখক), গৌতমবুদ্ধ রায়, মনা পাল (শিল্পোদ্যোগী), তরুন মাইতি (সমাজকর্মী), রাজ বসু (ভ্রমণ গবেষক), দীপজ্যোতি চক্রবর্তী (পরিবেশবিদ), সোমনাথ চট্টোপাধ্যায় (সমাজকর্মী), ডাঃ জি বি দাস (স্ত্রী রোগ বিশেষজ্ঞ), নির্মল কুমার পাল (সাধারণ সম্পাদক, হায়দরপাড়া স্পোর্টিং ক্লাব), সনৎ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী), সামসুল আলম (শিক্ষক), বিপ্লব সেনগুপ্ত (অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষক এবং আইনজীবী), সাজু তালুকদার (সমাজসেবী, বীরপাড়া), নির্মলেন্দু দাস (কবি ও বিজ্ঞানী), ভাস্কর বিশ্বাস(সিভিল ইঞ্জিনীয়ার), অশোক রায় (পন্ডিচেরী), শিবেশ ভৌমিক (সমাজসেবী ও ব্যবসায়ী, বিধাননগর, শিলিগুড়ি), পুস্পজিৎ সরকার(শিক্ষক), ডঃ রঘুনাথ ঘোষ (অধ্যাপক, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়), অনিন্দিতা চ্যাটার্জী (আনন্দধারা সঙ্গীত একাডেমি, সঙ্গীত শিল্পী), সোনালি সামন্ত (রাষ্ট্রপতি পুরস্কারপ্রাপ্ত নার্স, বানারহাট) , ডঃ রতন বিশ্বাস (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), ডঃ গৌরমোহন রায় (বিশিষ্ট লেখক ও সাহিত্যিক), পদ্মশ্রী ধনীরাম টোটো, বীরেন চন্দ (সম্পাদক, উত্তরধ্বনি পত্রিকা), নীতিশ বসু (চেয়ারম্যান, পূর্ণিমা বসু মেমোরিয়াল ট্রাস্ট), কমলেশ গুহ (সমাজসেবী, দ্য হিমালয়ান আই ইন্সটিটিউট), নন্দিতা ভৌমিক (বাচিক শিল্পী), সোমা দাস (শিক্ষিকা), পাঞ্চালি চক্রবর্তী (সঙ্গীত শিল্পী), প্রিসকিল্লা ইলোরা লাকড়া (সমাজসেবী, শিলিগুড়ি), ডঃ বিমল চন্দ

সম্পাদকীয়

নতুন দিগন্তের পথে পশ্চিমবঙ্গ

পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ইতিহাসে নতুন অধ্যায়ের সূচনা হলো। রাজ্যে নতুন বিজেপি সরকারের আগমনকে কেন্দ্র করে সাধারণ মানুষের একাংশের মধ্যে যেমন প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে, তেমনি নতুনভাবে রাজ্যকে গড়ে তোলার স্বপ্নও উজ্জীবিত হয়েছে। গণতন্ত্রে সরকার পরিবর্তন কেবল রাজনৈতিক পালাবদল নয়, এটি মানুষের আশা-আকাঙ্ক্ষা, উন্নয়নচিন্তা ও ভবিষ্যতের দিশা নির্ধারণেরও এক গুরুত্বপূর্ণ মুহূর্ত।

দীর্ঘদিন ধরেই পশ্চিমবঙ্গের মানুষ শিল্প, কর্মসংস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পরিকাঠামো উন্নয়নের প্রশ্নে আরও দ্রুত ও কার্যকর উদ্যোগের প্রত্যাশা করে আসছেন। নতুন সরকার সেই প্রত্যাশা পূরণে কতটা সফল হবে, তা সময়ই বলবে। তবে ইতিবাচক দিক হল; পরিবর্তনের সঙ্গে নতুন কর্মসংস্কৃতি, প্রশাসনিক গতি এবং কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের সম্ভাবনাও তৈরি হয়।

বিশেষ করে উত্তরবঙ্গ থেকে জঙ্গলমহল, পাহাড় থেকে সুন্দরবন; রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে সমান উন্নয়নের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এখন সময়ের দাবি। কৃষক, শ্রমিক, ছাত্র-যুবক, ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী থেকে শুরু করে সাধারণ মধ্যবিত্ত মানুষ; সকলেই চায় একটি স্বচ্ছ, দুর্নীতিমুক্ত ও জনমুখী প্রশাসন। নতুন সরকার যদি মানুষের এই আস্থার মর্যাদা দিতে পারে, তবে পশ্চিমবঙ্গ আবারও শিক্ষা, সংস্কৃতি, শিল্প ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে দেশের অন্যতম অগ্রণী রাজ্যে পরিণত হতে পারে।

রাজনীতি যদি বিভাজনের পরিবর্তে উন্নয়ন ও মানবকল্যাণের মাধ্যম হয়ে ওঠে, তাহলেই গণতন্ত্রের প্রকৃত সার্থকতা। নতুন সরকারের সামনে তাই সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ হবে সকল সম্প্রদায়, ভাষা ও মতাদর্শের মানুষকে সঙ্গে নিয়ে সমন্বয়ের রাজনীতি গড়ে তোলা। কারণ বাংলার মাটি চিরকালই সম্প্রীতি, সংস্কৃতি ও মানবতার বার্তা বহন করে এসেছে।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর একসময় বলেছিলেন , ''চিত্ত যেথা ভয়শূন্য, উচ্চ যেথা শির।''এই চেতনা নিয়েই যদি নতুন প্রশাসন এগিয়ে চলে, তবে উন্নয়ন ও গণবিশ্বাস; দুই-ই আরও শক্তিশালী হবে।

রাজ্যের নতুন রাজনৈতিক পর্বে তাই বিরোধ নয়, গঠনমূলক সহযোগিতা, হিংসা নয়, শান্তি ও উন্নয়ন; এই বার্তাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠুক। পশ্চিমবঙ্গ এগিয়ে যাক কর্ম, সংস্কৃতি ও আত্মমর্যাদার নতুন আলোয়; এটাই হোক সকলের প্রত্যাশা।

পাঠক সংযোগ বিভাগ

আপনার শহর, আপনার কথা

শহর আমাদের সবার। তাই শহরের কথা বলার অধিকারও সবার।

রাস্তার সমস্যা হোক বা ভালো উদ্যোগ--আপনার চোখে যা গুরুত্বপূর্ণ, তা আমাদের জানান।

ইতিবাচক মতামত, গঠনমূলক পরামর্শ এবং সমাজের উন্নয়নের ভাবনা--সবই আমরা স্বাগত জানাই।

কারণ খবরের ঘন্টা শুধু একটি পত্রিকা নয়, এটি শিলিগুড়ির মানুষের কণ্ঠস্বর।

হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

পঁচিশে বৈশাখে রবীন্দ্রস্মরণে গীতিআলেখ্য, সুর-কথায় মুগ্ধতার আবহ

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ পঁচিশে বৈশাখ মানেই বাঙালির হৃদয়ে এক অন্যরকম আবেগের দিন। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মতিথিকে ঘিরে এদিন যেন নতুন করে জেগে ওঠে বাংলা সংস্কৃতির চিরন্তন সৌন্দর্য। সেই আবহেই রেকর্ডিং করা হলো এক গীতিআলেখ্যের, যেখানে শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও অনুভূতির মেলবন্ধনে ফুটে উঠল রবীন্দ্রচেতনার অনন্য প্রকাশ।

সেই গীতিআলেখ্যর ভাষ্য পাঠে ছিলেন সুমিতা দত্ত এবং শমিত বিশ্বাস। তাঁদের আবেগঘন উপস্থাপনা সেই আলেখ্যর রেকর্ডিং পরিবেশকে আরও গভীর করে তোলে। গানে অংশ নেন দেবস্মিতা সরকার ও চন্দ্রজিৎ সরকার। রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরে-সুরে তারা ছড়িয়ে দেন এক অনাবিল মুগ্ধতা, যা মন ছুঁয়ে যাওয়ার মতো। সমগ্র গীতিআলেখ্য সুন্দর ও উপস্থাপনযোগ্য করে তুলতে বিশেষ ভূমিকা নেন দেবস্মিতা সরকার। তাঁর আন্তরিক প্রয়াসে বিষয়টি হয়ে ওঠে আরও প্রাণবন্ত ও সুশৃঙ্খল।

তার মূল ভাবনায় উঠে আসে, রবীন্দ্রনাথ শুধুমাত্র একজন কবি নন, তিনি বাঙালির চেতনা, সংস্কৃতি ও অনুভবের অবিচ্ছেদ্য অংশ। তাঁর সাহিত্য, গান ও দর্শন আজও মানুষের জীবনে আলো জ্বালায়, দুঃখে সান্ত্বনা দেয় এবং পথ চলার প্রেরণা হয়ে ওঠে।

এই গীতিআলেখ্যের মাধ্যমে শমিত বিশ্বাস, চন্দ্রজিৎ সরকার সহ সংশ্লিষ্ট সকলেই কবিগুরুর প্রতি তাঁদের বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন করেছেন। কিছু বিশেষ মুহূর্ত ও অনুভূতির টুকরো তুলে ধরা হয়েছে এই প্রয়াসে, যা রবীন্দ্রপ্রেমীদের হৃদয়ে নিঃসন্দেহে বিশেষ জায়গা করে নেবে।

মাতৃ দিবসে অসহায় মায়েদের পাশে ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মা শুধু একটি সম্পর্ক নয়, ভালোবাসা, ত্যাগ ও নিঃস্বার্থ স্নেহের প্রতীক। সেই মায়েদের প্রতি শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাতেই প্রতি বছর বিশ্বের বিভিন্ন দেশের মতো ভারতেও মে মাসের দ্বিতীয় রবিবার পালন করা হয় মাদার্স ডে বা মাতৃ দিবস। ২০২৬ সালে এই বিশেষ দিনটি পালিত হলো ১০ মে, রবিবার।

মাতৃ দিবসের মূল উদ্দেশ্য হল পরিবারের প্রতি মায়েদের অবদানকে সম্মান জানানো। এই দিনে সন্তানরা মায়েদের শুভেচ্ছা জানায়, উপহার দেয় এবং তাঁদের সঙ্গে বিশেষ সময় কাটিয়ে ভালোবাসা প্রকাশ করে। আধুনিক মাতৃ দিবসের সূচনা হয়েছিল আমেরিকায়। সমাজকর্মী আনা জারভিস তাঁর মায়ের স্মৃতির উদ্দেশ্যে এই দিন পালনের উদ্যোগ নেন। পরে ১৯১৪ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট উডড্রো উইলসন মে মাসের দ্বিতীয় রবিবারকে আনুষ্ঠানিকভাবে মাদার্স ডে হিসেবে ঘোষণা করেন। এরপর ধীরে ধীরে বিশ্বের নানা প্রান্তে দিনটি জনপ্রিয় হয়ে ওঠে।

এই বিশেষ দিন উপলক্ষে শিলিগুড়ির আসরফনগরে এক মানবিক উদ্যোগের সাক্ষী থাকল ভক্তিনগর শ্রদ্ধা ওয়েলফেয়ার সোসাইটি। সংগঠনের পক্ষ থেকে অসহায় ও ভবঘুরে মায়েদের নিয়ে একটি বিশেষ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। সমাজসেবী পূজা মোক্তার জানান, এদিন তিনটি কেক কেটে মায়েদের সঙ্গে আনন্দ ভাগ করে নেওয়া হয়। সংগঠনের তরফে দীর্ঘদিন ধরেই মানসিকভাবে অসুস্থ ও আশ্রয়হীন মহিলাদের সেবা ও আশ্রয়ের ব্যবস্থা করা হচ্ছে। শুধু মাথা গোঁজার ঠাঁই নয়, নিয়মিত খাদ্যসামগ্রী ও প্রয়োজনীয় সহায়তাও পৌঁছে দেওয়া হয় তাঁদের কাছে। মাতৃ দিবসের এই অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সেই সমস্ত মায়েদের সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে আনার বার্তাও দেওয়া হয়েছে বলে জানান পূজা মোক্তার।

মানবিকতা ও সেবার এই উদ্যোগ মাতৃ দিবসকে আরও অর্থবহ করে তুলেছে বলে মনে করছেন এলাকার মানুষ।পূজা মোক্তারকে সহযোগিতার জন্য যোগাযোগ নম্বর ৯১৮৯১৮৩৫৪৭৮৫

অলক-মিতা সারদা শিশু তীর্থের রজত জয়ন্তী ও রবীন্দ্র জয়ন্তী মহাসমারোহে উদযাপিত

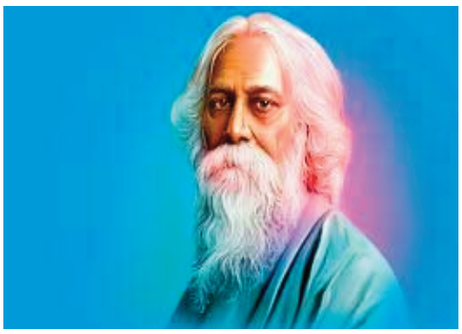

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ জলপাইগুড়ি জেলার সিপাইপাড়ার স্বনামধন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান *'অলক-মিতা সারদা শিশু তীর্থে অত্যন্ত আনন্দ ও মর্যাদার সাথে পালিত হলো বিদ্যালয়ের ২৫ বছর পূর্তি অর্থাৎ রজত জয়ন্তী উৎসব এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জন্মজয়ন্তী। ২০২৬ সালের ৯ই মে বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে বর্ণাঢ্য অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই দ্বৈত উৎসব উদযাপন করা হয়।

২০০০ সালে চতুরাগছ অঞ্চলের একটি নিভৃত গ্রামে 'বিদ্যাভারতী অখিল ভারতীয় শিক্ষা সংস্থান'-এর আদর্শে এই বিদ্যালয়ের পথচলা শুরু হয়েছিল। নানা প্রতিকূলতার কারণে পরবর্তীতে এটি সিপাইপাড়া অঞ্চলে স্থানান্তরিত হয়। বিদ্যালয়টির বর্তমান শ্রীবৃদ্ধির মূলে রয়েছে স্বর্গীয় ডঃ অলোক পালের মহতী অবদান; তিনি ১ বিঘা জমি দান করেছিলেন যেখানে টিনের ঘরে প্রথম পঠন-পাঠন শুরু হয়। পরবর্তীকালে ডঃ পাল ও তাঁর সহধর্মিণীর স্মৃতি রক্ষার্থে বিদ্যালয়টির নামকরণ করা হয় 'অলক-মিতা সারদা শিশু তীর্থ'।

এদিন সকাল থেকেই বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ছিল উৎসবমুখর। অনুষ্ঠানের প্রথম পর্বে আমন্ত্রিত অতিথিদের মূল্যবান বক্তব্য এবং রবীন্দ্র সংগীতের মূর্ছনায় এক আধ্যাত্মিক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ তৈরি হয়। দ্বিতীয় পর্বে বিদ্যালয়ের ক্ষুদে শিক্ষার্থীরা নাচ, গান, আবৃত্তি এবং নাটকের মাধ্যমে তাদের প্রতিভা প্রদর্শন করে। রজত জয়ন্তী উপলক্ষে গত ২০২৫ সাল থেকেই বিদ্যালয়ে বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক অনুষ্ঠান চলে আসছিল, যার সমাপ্তি ঘটে এই মেগা অনুষ্ঠানের মাধ্যমে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রামকৃষ্ণ বেদান্ত মঠ প্রধান নগরের তরফে স্বামী রাঘবানন্দ মহারাজ। মুখ্য অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা ডঃ সংযুক্তা চট্টোপাধ্যায়এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সূর্যসেন মহাবিদ্যালয়ের অধ্যাপিকা সুতপা সাহা।

এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট আইনজীবী তথা বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সভাপতি

বিপ্লব সেনগুপ্ত, বিদ্যালয় পরিচালন সমিতির সম্পাদক বিমল কৃষ্ণ দাস,

শিলিগুড়ির বিভিন্ন সারদা শিশু তীর্থের প্রধান আচার্য ও সহ-আচার্যবৃন্দ।

এই বিশেষ দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে একটি *নিঃশুল্ক চক্ষু পরীক্ষা শিবিরের*আয়োজন করা হয়। এছাড়াও বিদ্যালয়ের দীর্ঘ পথচলায় যুক্ত থাকা বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ এবং প্রধান আচার্যদের বিশেষ সম্মাননা প্রদান করা হয়।

বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রমুখ পপি দে সরকার জানিয়েছেন, শিক্ষা ও সংস্কৃতির প্রসারে এই বিদ্যালয় আগামী দিনেও একইভাবে কাজ করে যাবে। সামগ্রিকভাবে, অনুষ্ঠানটি এলাকার মানুষের মধ্যে ব্যাপক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করেছে।

'প্রতিষ্ঠা দিবস ও রবীন্দ্রজয়ন্তী উদযাপনে মুখর সারদা শিশু তীর্থ সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির সারদা শিশু তীর্থ সেবক রোড মাধ্যমিক বিদ্যালয়-এর ৩৪তম প্রতিষ্ঠা দিবস এবং বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হল গত ৯ মে। নানা ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে দিনটি পালন করা হয় বিদ্যালয় প্রাঙ্গণে।

প্রতিষ্ঠা দিবসকে সামনে রেখে গত ৩ মে বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে একটি রক্তদান শিবিরের আয়োজন করা হয়েছিল। সেই শিবিরের মাধ্যমে মোট ৯৭ ইউনিট রক্ত সংগ্রহ করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

৯ মে সকালে কবিপ্রণামের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সূচনা হয়। এরপর প্রতিষ্ঠা দিবসের অঙ্গ হিসেবে আয়োজিত যজ্ঞানুষ্ঠানে অংশ নেন ৪৩ জোড়া দম্পতি এবং বিদ্যালয়ের আচার্য-আচার্যারাও উপস্থিত ছিলেন। পরে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব।

অনুষ্ঠানে অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন ইউজিসি রিসার্চ অ্যাসোসিয়েট শিখা দত্ত, বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার বিভাগের পরিমল রায়, বিদ্যালয়ের পরিচালন সমিতির সহ-সভাপতি রাম অবতার বেরিলিয়া, সম্পাদক পবন কুমার নাকিপুরিয়া, সদস্য ডঃ দেবাংশু শেখর দাস, শ্যামল দত্ত, কৃষ্ণা দাশগুপ্ত এবং প্রধান আচার্য নির্ভয়কান্তি ঘোষ।

সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে নৃত্য, সঙ্গীত ও আবৃত্তির পাশাপাশি বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি, চিত্র প্রদর্শনী, বন্দেমাতরম পরিবেশন, ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়-কে শ্রদ্ধা নিবেদন এবং দেওয়াল পত্রিকার উদ্বোধনও অনুষ্ঠিত হয়।

অনুষ্ঠানে উপস্থিত অতিথিরা বিদ্যালয়ের শিক্ষাব্যবস্থার ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁদের মতে, এই বিদ্যালয়ে শুধুমাত্র পাঠ্যশিক্ষাই নয়, নৈতিক মূল্যবোধ, সামাজিক দায়িত্ববোধ, মানবিকতা এবং ভারতীয় সংস্কৃতির ঐতিহ্য রক্ষার শিক্ষাও সমান গুরুত্ব সহকারে প্রদান করা হয়।

পুনেতে জাতীয় কুডো প্রতিযোগিতায় বাংলার ৩১ প্রতিনিধি, উত্তরবঙ্গের গর্ব ২৩ প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ মহারাষ্ট্রের পুনেতে অনুষ্ঠিত হচ্ছে ৪র্থ কুডো ন্যাশনাল চ্যাম্পিয়নশিপ কাপ ২০২৬-২৭। ১৬ থেকে ২২ মে পর্যন্ত এই জাতীয় স্তরের প্রতিযোগিতা হচ্ছে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের প্রতিযোগীদের পাশাপাশি এবার পশ্চিমবঙ্গ থেকেও মোট ৩১ জন খেলোয়াড় অংশ নিচ্ছেন। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে ২৩ জনই উত্তরবঙ্গের প্রতিযোগী, যা স্বাভাবিকভাবেই গর্বের বিষয় হয়ে উঠেছে গোটা উত্তরবঙ্গের ক্রীড়ামহলে।

এই সাফল্যের নেপথ্যে রয়েছেন শিলিগুড়ির বিশিষ্ট কুডো প্রশিক্ষক সহদেব বর্মন। দীর্ঘদিন ধরে তিনি নিষ্ঠার সঙ্গে কুডো খেলাটিকে জনপ্রিয় করার লক্ষ্যে কাজ করে চলেছেন। তাঁর তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ নেওয়া বহু ছাত্রছাত্রী ইতিমধ্যেই জাতীয় স্তরে সাফল্য অর্জন করেছে। শুধু পদক বা পুরস্কার নয়, কুডো খেলায় কৃতিত্বের ভিত্তিতে অনেকেই সরকারি চাকরির সুযোগও পেয়েছেন বলে জানা গেছে।

সহদেব বর্মন জানান, বর্তমানে কুডো শুধুমাত্র আত্মরক্ষার একটি মাধ্যম হিসেবেই নয়, ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় ক্রীড়া হিসেবেও আত্মপ্রকাশ করেছে। সেই কারণে বহু অভিভাবক এখন তাঁদের সন্তানদের কুডো প্রশিক্ষণের জন্য পাঠাচ্ছেন। বিশেষ করে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি, শারীরিক সক্ষমতা ও চাকরির সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই কুডোর প্রতি আগ্রহ বাড়ছে নতুন প্রজন্মের মধ্যে।

তিনি আরও বলেন, উত্তরবঙ্গকে জাতীয় ক্রীড়া মানচিত্রে তুলে ধরতে কুডো গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। তাঁর আশা, রাজ্যে নতুন সরকার গঠনের পর এবার কুডো খেলাধুলার প্রসারেও আরও ইতিবাচক পদক্ষেপ নেওয়া হবে। পাশাপাশি জাতীয় স্তরে ধারাবাহিক সাফল্যের জেরে ভবিষ্যতে কুডো খেলোয়াড়দের জন্য রাজ্য সরকারের চাকরির সুযোগও তৈরি হতে পারে বলে আশাবাদী তিনি।

উল্লেখ্য, পুনের নেতাজি সুভাষচন্দ্র বোস বয়েজ মিলিটারি স্কুল অ্যান্ড জুনিয়র কলেজ প্রাঙ্গণে আয়োজিত এই প্রতিযোগিতায় দেশের বিভিন্ন রাজ্যের প্রতিযোগীরা অংশগ্রহণ করবেন। ইতিমধ্যেই উত্তরবঙ্গের খেলোয়াড়দের প্রস্তুতি তুঙ্গে। জাতীয় মঞ্চে নিজেদের সেরাটা দিতে মরিয়া কুডো যোদ্ধারা।

ক্রীড়াপ্রেমীদের মতে, উত্তরবঙ্গের ছেলেমেয়েদের এই অংশগ্রহণ আগামী দিনে কুডো খেলাকে আরও জনপ্রিয় করে তুলবে এবং নতুন প্রজন্মকে এই খেলায় উৎসাহিত করবে।

পড়াশোনার ফাঁকেই কবিতা ও সঙ্গীতের জগতে ঋদ্ধিমার স্বপ্নযাত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ বর্তমান প্রজন্মের অনেকেই যখন প্রযুক্তির দুনিয়ায় ব্যস্ত, তখন শিলিগুড়ির সংহতি মোড়ের বাসিন্দা ঋদ্ধিমা বসাক নিজের আলাদা পরিচয় গড়ে তুলছে সাহিত্য ও সঙ্গীতচর্চার মধ্য দিয়ে। একটি ইংরেজি মাধ্যম বিদ্যালয়ের অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী হয়েও বাংলা ভাষা ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তার টান চোখে পড়ার মতো। পড়াশোনার ব্যস্ততার মাঝেও অবসর পেলেই বই-খাতা নিয়ে বসে পড়ে কবিতা লিখতে। অল্প বয়সেই ইতিমধ্যে বেশ কয়েকটি কবিতা লিখে ফেলেছে সে।

শুধু কবিতাই নয়, সঙ্গীতের প্রতিও রয়েছে তার গভীর অনুরাগ। বিশেষ করে ক্লাসিকাল সঙ্গীত চর্চা ঋদ্ধিমার নিত্যদিনের অভ্যাসের অংশ হয়ে উঠেছে। পরিবারের সদস্যরাও তার এই সৃজনশীল মানসিকতাকে সবসময় উৎসাহ জুগিয়ে চলেছেন।

শনিবার রবীন্দ্র জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আবাসনে আয়োজিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা আবৃত্তি করে সকলের প্রশংসা কুড়িয়েছে ঋদ্ধিমা। ছোট্ট বয়সেই তার আত্মবিশ্বাস ও শিল্পভাবনা উপস্থিত দর্শকদের মুগ্ধ করেছে।

ঋদ্ধিমার কথায়, সঙ্গীত ও কবিতার সঙ্গে যুক্ত থাকলে তার মন ভালো থাকে। তাই পড়াশোনার পাশাপাশি এই ধরনের সৃজনশীল কাজে নিজেকে সবসময় ব্যস্ত রাখতে ভালোবাসে সে। নতুন প্রজন্মের কাছে ঋদ্ধিমার এই সাহিত্য ও সংস্কৃতিপ্রেম নিঃসন্দেহে এক ইতিবাচক বার্তা বহন করছে।

প্লাস্টিক বর্জনের বার্তা নিয়ে নজর কাড়ছেন বাগডোগরার পিঙ্কি বড়ুয়া

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃপ্লাস্টিক ক্যারিব্যাগের ব্যবহার পরিবেশের জন্য কতটা ক্ষতিকারক, তা আজ আর নতুন করে বলার অপেক্ষা রাখে না। তবুও প্রতিদিনের জীবনে নির্বিচারে প্লাস্টিক ব্যবহার করেই চলেছে মানুষ। এই পরিস্থিতিতে পরিবেশ রক্ষার বার্তা নিয়ে এক ব্যতিক্রমী উদ্যোগ গ্রহণ করেছেন শিলিগুড়ির বাগডোগরা বেংডুবি এলাকার বাসিন্দা পিঙ্কি বড়ুয়া। তাঁর স্বামী প্রদীপ বড়ুয়া ভারতীয় প্রতিরক্ষা বিভাগের কর্মী। তিনি বাড়িতে চটের ব্যাগের উপর নানা ধরনের আকর্ষণীয় ডিজাইন তৈরি করছেন এবং সেই ব্যাগ ব্যবহারের মাধ্যমে সাধারণ মানুষকে প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ বর্জনের আহ্বান জানাচ্ছেন। পরিবেশবান্ধব এই উদ্যোগ ইতিমধ্যেই অনেকের নজর কেড়েছে।

গত ১০ মে মাতৃদিবস উপলক্ষে বিশেষভাবে এই সচেতনতার বার্তা তুলে ধরেন পিঙ্কি বড়ুয়া। তিনি বলেন, প্লাস্টিক ক্যারিব্যাগ শুধু প্রকৃতিরই ক্ষতি করছে না, ধীরে ধীরে মানুষের জীবন ও পরিবেশকেও বিপদের মুখে ঠেলে দিচ্ছে। তাই এখন থেকেই সবাইকে সচেতন হতে হবে এবং প্লাস্টিক ব্যবহার কমানোর অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে।

অনুপ্রেরনা

ব্যর্থতা শেষ নয়, শুরু

যে ছাত্র পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়ে আবার উঠে দাঁড়ায়, যে ব্যবসায়ী ক্ষতির পর নতুন করে চেষ্টা করে, যে গৃহবধূ নিজের হাতে উদ্যোগ শুরু করেন-- তাঁরাই প্রকৃত অনুপ্রেরনা।

জীবন মানেই সংগ্রাম। কিন্তু সংগ্রামের মাঝেও হাসতে শেখাই আসল শক্তি। আমরা চাই, শিলিগুড়ির প্রতিটি মানুষ নিজের গল্প লিখুক সাহসের কালি দিয়ে।

এই অনুপ্রেরনা বিভাগে আমরা তুলে ধরবো এমন একেকজন মানুষকে, যারা ইতিবাচক মনোভাব দিয়ে নিজের জীবন ও সমাজকে এগিয়ে নিয়ে চলেছেন।

সেই রকম তথ্য থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপে মেসেজ করুন ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

ইতিবাচক শিলিগুড়ি

শহর মানেই শুধু যানজট, অভিযোগ আর সমস্যা নয়। শহর মানে মানুষ, মানুষের চেষ্টা আর ছোট ছোট ভালো উদ্যোগ। শিলিগুড়ির অলিগলিতে প্রতিদিন এমন অনেক কাজ হচ্ছে , যা হয়তো বড় শিরোনাম পায় না-- কিন্তু সমাজকে বদলে যাচ্ছে নীরবে।

কেউ ছাদে গাছ লাগাচ্ছেন, কেউ বিনামূল্যে পড়াচ্ছেন দরিদ্র ছাত্রছাত্রীদের, কেউ আবার রক্তদান শিবির আয়োজন করছেন। এই ছোট ছোট আলোর বিন্দুগুলো মিলেই শহরকে সুন্দর করে তোলে।

খবরের ঘন্টা বিশ্বাস করে-- নেতিবাচকতার ভিড়ে ইতিবাচক খবরই মানুষের মনকে শক্তি দেয়। তাই আমরা খুঁজে চলবো সেই মানুষদের, যারা বদলের গল্প লিখছেন নীরবে।

সেই রকম বদলের গল্প থাকলে আমাদের হোয়াটসঅ্যাপ করুন, জানান তথ্য ঃ ৯৬৪১৮৫৯৫৬৭

সম্পাদক, খবরের ঘন্টা

৫৩ বছরেই নজির! মাত্র ৩০.৫০ সেকেন্ডে বাইবেলের ৬৬টি বইয়ের নাম বলে ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসে অনিন্দিতা

নিজস্ব প্রতিবেদন ঃ শিলিগুড়ির হাকিমপাড়ার বাসিন্দা অনিন্দিতা চ্যাটার্জী ফের একবার প্রমাণ করলেন, সাফল্যের পথে বয়স কোনও বাধা নয়। মাত্র ৩০.৫০ সেকেন্ডের মধ্যে হোলি বাইবেলের ৬৬টি বইয়ের নাম নির্ভুলভাবে উচ্চারণ করে তিনি অর্জন করেছেন ইন্ডিয়া বুক অফ রেকর্ডসের সম্মানজনক আইভিআর এচিভার খেতাব। তাঁর এই অসাধারণ সাফল্যকে ঘিরে ইতিমধ্যেই শিলিগুড়ি শহরে চর্চা শুরু হয়েছে। কারণ এর আগের রেকর্ড ছিল ৩৬ সেকেন্ডে, আর সেই প্রতিযোগীর বয়সও ছিল তুলনামূলকভাবে অনেক কম। ফলে ৫৩ বছর বয়সে অনিন্দিতার এই কৃতিত্ব নিঃসন্দেহে এক অনন্য দৃষ্টান্ত।

শৈশব থেকেই সংগীত ও নৃত্যের প্রতি গভীর অনুরাগ রয়েছে অনিন্দিতা চ্যাটার্জীর। বর্তমানে তিনি শিলিগুড়ির পরিচিত সংগীতশিল্পীদের অন্যতম, বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশনার জন্য তাঁর আলাদা পরিচিতি রয়েছে সাংস্কৃতিক মহলে। শিল্পচর্চার পাশাপাশি সমাজসেবামূলক কাজেও দীর্ঘদিন ধরে সক্রিয় তিনি। সংগীত, নৃত্য এবং সামাজিক কর্মকাণ্ডে অবদানের জন্য ইতিমধ্যেই বহু পুরস্কার ও সম্মানে ভূষিত হয়েছেন অনিন্দিতা। বিভিন্ন গুণী মানুষের সান্নিধ্যে থেকে নিজেকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলেছেন তিনি।

শুধু সংগীতেই সীমাবদ্ধ নন অনিন্দিতা। ধর্মীয় অধ্যয়ন ও সাহিত্যচর্চাতেও তাঁর গভীর আগ্রহ রয়েছে। দীর্ঘদিন ধরেই বাইবেল নিয়ে নিয়মিত চর্চা করছেন তিনি। পাশাপাশি ভবিষ্যতে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে নিয়ে একটি বই লেখার ইচ্ছেও প্রকাশ করেছেন। পরিচিতদের মতে, নিজের সীমাবদ্ধতাকে অতিক্রম করে প্রতিনিয়ত নতুন কিছু শেখার মানসিকতাই তাঁকে এই সাফল্যের জায়গায় পৌঁছে দিয়েছে।

এই সম্মান প্রসঙ্গে অনিন্দিতা চ্যাটার্জী জানান, এই স্বীকৃতি আমার কাছে অত্যন্ত আবেগের। বহুদিনের অনুশীলন, ধৈর্য ও একাগ্রতার ফল এই সাফল্য। আমি কখনও মনে করিনি বয়স কোনও বাধা হতে পারে। বরং প্রতিদিন নিজেকে আরও উন্নত করার চেষ্টা করেছি। আগামী দিনে আবারও নিজের রেকর্ড ভাঙতে চাই। তিনি আরও জানান, ইতিমধ্যেই ওয়ার্ল্ড বুক অফ রেকর্ডসে নাম তোলার প্রস্তুতি শুরু করেছেন। তাঁর পরবর্তী লক্ষ্য, মাত্র ১৫ সেকেন্ডের মধ্যে হোলি বাইবেলের ৬৬টি বইয়ের নাম সম্পূর্ণ বলা।

শিলিগুড়ির সাংস্কৃতিক অঙ্গনের পরিচিত মুখ অনিন্দিতা চ্যাটার্জীর এই সাফল্যে গর্বিত শহরবাসী। শিল্পচর্চা, অধ্যবসায় ও আত্মবিশ্বাসের এক অনন্য মেলবন্ধন ঘটিয়ে তিনি দেখিয়ে দিলেন,অদম্য ইচ্ছাশক্তি থাকলে অসম্ভবকেও সম্ভব করা যায়। এখন সকলের প্রত্যাশা, আগামী দিনে বিশ্বমঞ্চেও আরও বড় সাফল্য নিয়ে ফিরবেন এই শিল্পী।

স্বত্বাধিকারী ঃ বাপি ঘোষ, মুদ্রক ঃ বাপি ঘোষ, প্রকাশক ঃ বাপি ঘোষ। মাতৃ ভিলা, অরবিন্দ পল্লী, শিলিগুড়ি-০৬, দার্জিলিং জেলা থেকে প্রকাশিত এবং মিডিয়া জোন, হাকিমপাড়া, শিলিগুড়ি থেকে মুদ্রিত। সম্পাদক ঃ বাপি ঘোষ। Owner : Bapi Ghosh, Printer : Bapi Ghosh, Publisher : Bapi Ghosh. Published From Matri Villa, Arabinda pally, Siliguri-06, Darjeeling (West Bengal) and Printed from Media Zone, Hakimpara, Siliguri, Dist Darjeeling, Editor : Bapi Ghosh Mobile No. 98320-64424, email : bapighosh300@gmail.com / khabarerghanta@gmail.com, whatsapp : 9641859567 Vol. 10 Issue 7

PRGI NO. 141910 (OLD NO : WBBEN/2015/69355)